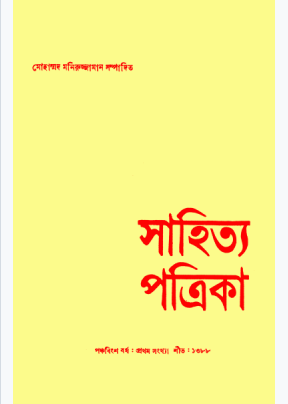

Vol. 25 | No. 1 | 1981

Check for updates

সাহিত্য পত্রিকা

journal.bangla.du.ac.bd

বাঙ্গালা বানান-সম্পর্কে কয়েকটি কথা

Volume	25
Issue	1
Year	1981
ISSN	0558-1583
eISSN	3006-886X
Author(s)	Muhammad Shahidullah
Published online	December 1, 1981
DOI	10.62328/sp.v25i1.16
Link to article	https://doi.org/10.62328/sp.v25i1.16
Pages	241-244
Publisher	University of Dhaka
Copyright	সাহিত্য পত্রিকা
Designed and Developed by	Zobayer Abdullah

Check for updates

বাঙ্গালা বানান-সম্পর্কে কয়েকটি কথা

মুহম্মদ শহীদুল্লাহ্

কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় এক বৎসরের মধ্যে "বাংলা বানানের নিয়মে"র পর পর তিনটি সংস্করণ প্রকাশিত করিয়া অন্ততঃ এটুকু প্রমাণ করিয়াছেন যে বাঙ্গালা বানানসংস্কারের আবশ্যকতা আছে। কিন্তু বিশ্ববিদ্যালয় যে এ বিষয়ে চূড়ান্ত নিষ্পত্তি করিয়াছেন, একথা অবশ্য তাঁহারা বলেন নাই এবং বলিতেও পারেন না। কাজেই এ সম্বন্ধে আমাদের ও দু-চারিটি কথা বলিবার অবকাশ আছে মনে করি।

বানান ব্যুৎপত্তিসঙ্গত কিংবা ধ্বনিসঙ্গত হওয়া উচিত। কিন্তু যদি বানান কিছু ব্যুৎপত্তি-সঙ্গত, কিছু ধ্বনিসঙ্গত হয়, তবে তাহা খামখেয়ালি হইবে মাত্র, বৈজ্ঞানিক নিয়ম হইবে না। উদাহরণ দিয়া বুঝাই—ইংরেজীতে knee, know, knife, knave ইত্যাদি শব্দে k উচ্চারিত হয় না। কিন্তু ব্যুৎপত্তির জন্য তাহার প্রয়োজন আছে। ব্যুৎপত্তিসঙ্গত বানানে k রাখা ঠিকই; কিন্তু যদি ধ্বনিসঙ্গত বানান চালাইতে হয় তবে k অবশ্যই বাদ দিতে হইবে। এইরূপ folk, chalk, calf ইত্যাদি শব্দে L উচ্চারিত না হইলেও ব্যুৎপত্তিসঙ্গত বানানে তাহা ব্যবহার করা কর্ত্তব্য। ইংরেজীর ধ্বনিসঙ্গত বানান-সংস্কার করিতে হইলে এই k, L সবই বাদ দিতে হয়। কিন্তু যদি কতকগুলি শব্দে এই অনুচ্চারিত বর্ণ রাখি আর কতকগুলিতে না রাখি কিংবা কেবল k বর্জন করি, L রাখিয়া দিই বা কেবল L বর্জন করি, k রাখিয়া দিই, তবে বানানের ভয়ানক অনিয়ম হইবে। বিশ্ববিদ্যালয়ের বানানের নিয়মে সেই অনিয়মই ঘটিয়াছে। ইহা আমি দেখাইতেছি।

বিশ্ববিদ্যালয় ১০ নং নিয়মে বলিতেছেন, "মূল সংস্কৃত শব্দ-অনুসারে তদ্ভব শব্দে-শ. ষ বা স হইবে, যথা—আঁশ (অংশু), আঁষ (আমিষ), শাঁস (শস্য)" ইত্যাদি। ইহা ব্যুৎপত্তিসঙ্গত বটে। কিন্তু ৭ নং নিয়মে তাঁহারা বলেন, "অ-সংস্কৃত শব্দে কেবল ন হইবে, যথা—কান, সোনা" ইত্যাদি। অথচ ব্যুৎপত্তির জন্য কাণ (কর্ণ), সোণা (স্বর্ণ) এইরূপ বানানই সঙ্গত। ব্যুৎপত্তিসঙ্গত বলিয়া শ, ষ, স চলিবে, অথচ ণ চলিবে না—এ কি নিয়ম? হয় উভয় ক্ষেত্রেই বানান ধ্বনিসঙ্গত হইবে, না হয় ব্যুৎপত্তিসঙ্গত হইবে।

আরও মজার কথা, কোন কোন বিষয়ে বিশ্ববিদ্যালয় "এ-ও হয়, ও-ও হয়" এই রকম স্বেচ্ছাচারের নিয়ম বা অনিয়ম করিয়াছেন। তাঁহারা ৫ নং নিয়মে বলেন, "যদি মূল সংস্কৃত শব্দে ঈ বা ঊ থাকে তবে তদ্ভব বা তৎসদৃশ শব্দে ঈ বা ঊ অথবা বিকল্পে ই বা উ হইবে, যথা—কুমীর, পাখী, বাড়ী, শীষ, ঊনিশ, চূন, পূব অথবা কুমির, পাখি, বাড়ি, শিষ, উনিশ, চুন, পুব।" ইহারও আবার ব্যতিক্রম (exception) আছে।

৬ নং নিয়মটি বেশ কৌতূহলজনক। তাহাতে আছে—"এই সকল শব্দে য না লিখিয়া জ লেখা বিধেয়—কাজ, জাউ, জাঁতা, জাঁতি, জুঁই, জুত, জো, জোড়, জোড়া, জোত, জোয়াল।" এই বানানগুলি ধ্বনিসঙ্গত। ব্যুৎপত্তি ধরিলে য লেখা উচিত হয়। কিন্তু

সর্ব্বনাম যদ্—(যা) শব্দ, যা-ধাতু, যাতৃ (দেবরের স্ত্রী) প্রভৃতি শব্দগুলি হইতে ব্যুৎপন্ন শব্দে জ কেন হইবে না? যদি জাউ, জাঁতা প্রভৃতি বিধেয় হয়, তবে জে, জায়, জা, জোগান, জোগাড় ইত্যাদি কেন অবিধেয় হইবে? তাহার উত্তরে তাঁহারা হয়ত বলিবেন, অধিকাংশ লেখক এখানে য-ই রাখিতে চান। তাঁহারা কি ভোট লইয়া বানান সংস্কার করিতে চান? তবে কোন নিয়মেরই প্রয়োজন নাই, কেননা পাঁচ কোটি বাঙ্গালীর অধিকাংশই বানান ভুল করে।

তাঁহারা তো ঈ, ঊ স্থানে বিকল্পে ই, উ ব্যবস্থা করিলেন, অথচ ১ নং নিয়মে বলিতেছেন,—"রেফের পর ব্যঞ্জনবর্ণের দ্বিত্ব হইবে না।" এখানে পাণিনি প্রভৃতি সমস্ত বৈয়াকরণ বিকল্পে দ্বিত্ব বিধান করেন। ফলে দাঁড়াইতেছে অচর্চনা, কর্ত্তা প্রভৃতি শব্দগুলি সংস্কৃত ব্যাকরণ মতে বিশুদ্ধ হইলেও, তাঁহাদের নিকট অচল!

চলিত বাঙ্গালার ক্রিয়াপদের বানান সম্বন্ধে তাঁহারা ১১ নং নিয়মে কয়েকটি উদাহরণ দিয়াছেন। এখানে আমাদের কিছু বক্তব্য আছে। তাঁহারা হব বা হবো, শোব বা শোবো, লিখব বা লিখবো, উঠব বা উঠবো দুই রকমই বিধান দিয়াছেন; কিন্তু হ'ল, শুল, উঠল, হ'ত, শুত, উঠত প্রভৃতি স্থলে অন্ত্য অকার উচ্চারিত হইলেও বিকল্পে ও-কারের বিধান দেন নাই। ইহার কারণ আমাদের বুদ্ধির অগম্য।

তাঁহারা বলেন—"-লাম বিভক্তি স্থানে-লুম বা-লেম লেখা যাইতে পারে"; অর্থাৎ হ'লাম, হ'লুম, হ'লেম তিন রূপই হইতে পারে। যদি সকল বাঙ্গালাভাষীর মনস্তুষ্টির জন্য এইরূপ বিকল্পের প্রশ্রয় দেওয়া হয়, তবে করছে, কচ্চে, করতেছে, করতে আছে এই রূপগুলি কেন বিকল্পে ব্যবহার্য্য হইবে না? শ্রীযুক্ত রবীন্দ্রনাথ তো "কচ্চে"-ই লেখেন।

তাঁহারা "তুমি কর, লেখ, ওঠ" ইত্যাদি স্থানে ক্রিয়াপদের শেষে ওকার দেন না; কিন্তু ক'রো, লিখো, উঠো ইত্যাদি স্থলে অন্ত্য ওকারের ব্যবস্থা দিয়াছেন। ব্যুৎপত্তির দিক্ হইতে লেখ=প্রাচীন লিখহ এবং লিখো=প্রাচীন লিখিহ। কাজেই ব্যুৎপত্তির দিক্ হইতেই হউক বা উচ্চারণের দিক্ হইতেই হউক, লেখ, লিখো—উভয় স্থানেই অন্ত্যস্বর একরূপেই বানান করা উচিত।

"করাইও" প্রভৃতি পদের চল্‌তি রূপে তাঁহারা "করিও" বানানের বিধান দিয়াছেন। কিন্তু ধ্বনিবিদ্ জানেন যে সাধু বাঙ্গালার "তুমি করিও" এবং চল্‌তি বাঙ্গালার "তুমি করিও" ("তুমি করাইও" স্থানে) উচ্চারণগত ভেদ আছে। সাধু বাঙ্গালার "করিও" পদে তিন স্বর (syllable) আছে—ক—রি—ও; কিন্তু চল্‌তি বাঙ্গালার "করিও" পদে দুই স্বর আছে—কর্-(ই)য়ো, যেমন চল্‌তি বাঙ্গালার "করিয়ে" পদে দুই স্বর আছে। স্বরবৃত্ত (syllabic) ছন্দের জন্য এই ভেদ মনে রাখা খুবই দরকার। আমাদের মতে চল্‌তি বাঙ্গালায় "করিয়ো" (করাইও সাধু) বানান হওয়া উচিত।

যে সকল ধাতুর অন্তে বা উপান্তে ইকার বা উকার আছে, কথ্য ভাষায় কোন কোন স্থলে একার বা ওকার হয়, যথা—লেখে, লেখেন, লেখ, লেখ্, লেখা, লেখানো, এইরূপ ওঠে, ওঠেন, ওঠ, ওঠ্, ওঠা, ওঠানো; ইত্যাদি। কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের এই বিধান খুবই সঙ্গত। এখানে আমাদের শুধু বক্তব্য এই যে, সাধু ভাষাতেও এইরূপ বানান হওয়া উচিত; কারণ ইহা বাঙ্গালা ভাষার স্বরসঙ্গতির (vowel harmony) নিয়মসম্মত।

উপান্তে একারযুক্ত দেখ্, বেচ্ প্রভৃতি ধাতুর কথা ভাষার রূপ সম্বন্ধে তাঁহারা কোন নিয়ম করেন নাই। আমাদের মতে দ্যাখে, দ্যাখেন, দ্যাখো, দ্যাখ্, দ্যাখা, দ্যাখানো

এইরূপ হওয়া উচিত। যে কারণে উপান্ত ই, উ পরিবর্ত্তিত হইয়া এ, ও হয়, ঠিক সেই কারণেই উপান্ত এ পরিবর্ত্তিত হইয়া অ্যা হয়। কাজেই একার ও ওকারের ন্যায় এই অ্যাকারও বানানে দেখানো আবশ্যক। কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় অ্যাসিড, হ্যাট ইত্যাদি বিদেশী শব্দে এই অ্যাকার স্বীকার করিয়াছেন। দেশী শব্দের বেলা কেন আপত্তি হইবে? সে দেখে, সে দেখে এল—এই দুই বাক্যের "দে" অক্ষরের দুই পৃথক্ উচ্চারণ, অথচ তাহাদের একই বানান, ইহা কখনই বৈজ্ঞানিক নয়।

কাটিয়া, খাইয়া ইত্যাদি পদের চল্‌তি রূপে কেটে, খেয়ে ইত্যাদি হয়। এস্থলে আদি স্বরের বিকৃতি বানানে দেখানো হইয়াছে। ঠিক এই কারণেই করিয়া, বলিয়া, হইয়া ইত্যাদি পদের চল্‌তি রূপে কোরে, বোলে, হোয়ে লেখা আবশ্যক। আমাদের বিবেচনায় অন্যত্র যেখানে অভিশ্রুতির (aumlaut) জন্য আদ্য স্বরে ওকার উচ্চারণ হয়, বানানে ঊর্দ্ধকমা ব্যবহার না করিয়া সোজাসুজি ওকার ব্যবহার করা উচিত। প'ড়ো (পড়ুয়া বা পতিত), ঘ'রো, জ'লো ইত্যাদি বানান অপেক্ষা পোড়ো, ঘোরো, জোলো ইত্যাদি বানান অধিক সঙ্গত। আদ্য স্বরের বিকৃতি হেটো, গেছো, মেছুনী, অকেজো প্রভৃতি শব্দের বানানে যদি দেখানো দোষের না হয়, তবে আদ্য অকারের বিকৃতিতে বানানে ওকার লিখিলেই বা কেন মহাভারত অশুদ্ধ হইয়া যাইবে? আমাদের জিজ্ঞাসা, বুনো, কুনো (কোণে থাকে যে) ইত্যাদি বানান কি অশুদ্ধ? সাধারণ ভাবে আমাদের প্রস্তাব এই যে, অভিশ্রুতিতে উৎপন্ন ওকার দেখাইবার জন্য কোন স্থানেই ঊর্দ্ধ কমা ব্যবহার করা হইবে না, তৎপরিবর্ত্তে ওকার ব্যবহার করিতে হইবে।

আমরা সংস্কৃতের ক্ষ অক্ষরের বিকৃতিতে সর্ব্বত্র ছ লিখি, যথা—ছুরি (ক্ষুরিকা), মাছি (মক্ষিকা)। কিন্তু ক্ষ অক্ষরের বিকৃতিতে যেখানে খ হয়, সেখানে আদিতে ক্ষ-ই লিখি, যথা ক্ষেত; কিন্তু পাখী। ইহারও ব্যত্যয় আছে, যথা—খুদ (ক্ষুদ্র), খুদে (* ক্ষুদ্রিক), খুঁত (* ক্ষুত্ত)। আদিতে ছ এর ন্যায় খ লিখিতে কেন আপত্তি হইবে, জানি না। পালি ও প্রাকৃতে এইরূপই বানান হয়, যথা—খীর (ক্ষীর), খেও (ক্ষেত্র)। এমন কি সংস্কৃতেও কোন কোন শব্দে বিকল্পে ক্ষ ও খ দুই-ই চলে। যথা—ক্ষুর, খুর; ক্ষুল্লতাত, খুল্লতাত; ক্ষেল্, খেল্।

কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় ৮ নং নিয়মে বিকল্পে কাল, কালো; ভাল, ভালো; মত, মতো ইত্যাদি লেখার ব্যবস্থা দিয়াছেন; কিন্তু কাল (সময়, কল্য), চাল (চাউল, ছাদ, গতি), ডাল (দাইল, শাখা)—এইরূপ বানানের বিধান করিয়াছেন। আমাদের প্রস্তাব এই যে,—কাল (সময়), কাল (কল্য), কাল (কৃষ্ণ) এই তিনটি পৃথক শব্দ, এবং ইহাদের উচ্চারণও পৃথক। এই জন্য ধ্বনিগত বানান কর্ত্তব্য, যথা—কাল (সময়), কা'ল (কল্য), কালো (কৃষ্ণ)। এইরূপ চাল (ছাদ, গতি), চা'ল (চাউল); ডাল (শাখা), ডা'ল (দাইল)। বলা হইয়াছে যে কলিকাতা অঞ্চলে কাল (সময়) এবং কাল (কল্য) ইত্যাদি শব্দযুগলের উচ্চারণে কোনও পার্থক্য নাই। কিন্তু কলিকাতার বাহিরে পশ্চিম-বঙ্গের সর্ব্ব স্থানে উচ্চারণ-পার্থক্য আছে, এবং তাহাদের ব্যুৎপত্তিও ভিন্ন। এজন্য আমরা এস্থলে কলিকাতার উচ্চারণ গ্রহণ করিতে পারি না। কলিকাতায় অনেকে ঘোঁড়া, ঘাঁস, ঝ্যাঁটা, ক্যাঁকড়া বলেন, প্রায় সকলেই করলুম, খেলুম বলেন। আমরা কিন্তু এই উচ্চারণ বা বানান মাথা পাতিয়া লইতে পারি না। বাস্তবিক কা'ল, চা'ল, ডা'ল, ইত্যাদি উচ্চারণে অভিশ্রুতির জন্য আকারের পরিবর্ত্তন হইয়াছে; বানানেও এই পরিবর্ত্তন দেখানো উচিত মনে করি। এইরূপ ক'নে (কন্যা), খ'ল (খইল) প্রভৃতি শব্দে অকারের উচ্চারণ জার্ম্মান (SchönHöll) প্রভৃতি শব্দের অভিশ্রুত ওকারের উচ্চারণের সমান। "ক'নে ঘরের কোণে ব'সে আছে" —এই বাক্যে ক'নে ও কোণে এই দুই শব্দের উচ্চারণ আমার কাছে এক নয়। কাজেই

ব'সে (বসিয়া) স্থানে বোসে লেখা চলে; কিন্তু ক'নে স্থানে কোনে লেখা চলিবে না। এই সকল স্থানে ঊর্দ্ধ কমার ব্যবহার সম্বন্ধে যাহা বলিলাম, তাহাতে মতভেদ থাকিতে পারে। ইহা আমার প্রস্তাব মাত্র। আমি এ সম্বন্ধে বিশেষজ্ঞগণের অভিমত প্রার্থনা করি।

বিদেশী শব্দের বানান সম্বন্ধে দুই চারিটি কথা বলা আবশ্যক। বিদেশী শব্দের অন্ত অকার যখন উচ্চারিত হয়, তাহা বানানে দেখাইবার জন্য কোন বিধান কলিকাতা বিশ্ব-বিদ্যালয় করেন নাই; কিন্তু ইহার প্রয়োজন আছে। ধরুন, (Thibaw) শব্দটি, আমাদের মতে এখানে ঊর্দ্ধকমা ব্যবহার আবশ্যক, যথা—থিব'।

তাঁহারা z উচ্চারণের জন্য জ এর নীচে রেখা বা ফুটকি দিতে বলেন। সকল প্রেসে এই অক্ষর পাওয়া যাইবে না। এই জন্য যদি বিদেশী শব্দে z এর জন্য য ব্যবহার হয়, তবে বিশেষ সুবিধা হয়। প্রাচীন ভারতীয় শিলালিপিতে (Azes) স্থানে অযস পাওয়া যায়। আপত্তি হইবে যে যকারের প্রকৃত উচ্চারণ z নয়। আমি বলিয়াছি সুবিধার জন্য য ব্যবহার করিতে। ইহার দৃষ্টান্ত অন্য বিদেশী ভাষাতেও আছে। আরবী বড় কাফের জন্য ইংরেজীতে q লেখা হয়, যথা (Qur-an, qazi,) অথচ ইংরেজীতে k ও q এর উচ্চারণে কোন তফাৎ নাই। ইউরোপের ইংল্যাণ্ড, ফরাসী প্রভৃতি অধিকাংশ দেশে ল্যাটিন অক্ষর প্রচলিত। ল্যাটিনের j উচ্চারণ সংস্কৃতের য় এর ন্যায়; কিন্তু ফরাসী ও ইংরেজীতে j এই দুই ভাষার দুই পৃথক্ উচ্চারণের জন্য ব্যবহৃত হয়। কেবল জার্ম্মানী প্রভৃতি কয়েকটি ভাষায় ল্যাটিনের j এর উচ্চারণ রক্ষিত হয়। তৈয়ারী হরফ পাইলে অবশ্য কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রস্তাবিত রেখা বা ফুটকিযুক্ত জ ব্যবহারে আমাদের আপত্তি নাই। বরং হিন্দীর অনুকরণে আমরা নীচে ফুটকিযুক্ত জ-ই অনুমোদন করি।

"বাংলা বানানের নিয়মে"র প্রথম সংস্করণে চন্দ্রবিন্দুর ব্যবহার সম্বন্ধে কতকগুলি উদাহরণ দেওয়া হইয়াছিল। কিন্তু পরবর্ত্তী সংস্করণে তাহা তুলিয়া দেওয়া হইয়াছে। ইহার নিয়মের প্রয়োজন আছে। মূল শব্দে যেখানে অনুনাসিক বর্ণ আছে, তাহা হইতে বুৎপন্ন শব্দে চন্দ্রবিন্দু অবশ্য দিতে হইবে, যথা—পাঁক (পঙ্ক), পাঁচ (পঞ্চ), কাঁটা (কণ্টক), দাঁত (দন্ত), কাঁপ (কম্প), হাঁস (হংস)। এতদ্ভিন্ন ভাষাতত্ত্ব ও উচ্চারণের অনুরোধে বাঁকা (প্রাকৃত বঙ্ক), খাঁটি (প্রাচীন বাং খাণ্টি), খুঁটি (প্রাচীন বাং খুণ্টি), ইঁট (হিন্দী ইঁটা), উঁট (হিন্দী উঁঠ) প্রভৃতি শব্দেও চন্দ্রবিন্দুর বিধান আবশ্যক।

"গণ" শব্দের সহিত যুক্ত চাঁদাদাতাগণ, বিদ্বান্‌গণ, পক্ষিগণ, মহাত্মাগণ প্রভৃতি শব্দ-রূপ সম্বন্ধে কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় শুদ্ধ কিংবা অশুদ্ধ কোনই অভিমত প্রকাশ করেন নাই। আমাদের বিবেচনায় এখানে সম্বন্ধ তৎপুরুষ না মানিয়া "সকল" শব্দের ন্যায় 'গণ' বহুবচনের চিহ্ন বলিয়া স্বীকার করা কর্ত্তব্য, যেমন—চাঁদাদাতা গণ, বিদ্বান্ গণ, পক্ষী গণ, মহাত্মা গণ।

আশা করি বিশেষজ্ঞগণ আমার প্রবন্ধের প্রস্তাবিত বিষয় সম্বন্ধে তাঁহাদের মূল্যবান্ মতামত প্রকাশ করিয়া আমাকে বাধিত করিতে কুণ্ঠিত হইবেন না। *

* [প্রবাসী, বৈশাখ ১৩৪৬ থেকে পুনর্মুদ্রিত।]